যুগান্তর

তারিখ 07 FEB 2014
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

কোচিংয়ের নামে নৈরাজ্য

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে চলছে কোচিং বাণিজ্য। এ থেকে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের রক্ষার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করলেও তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। এ সংক্রান্ত সরকারি আইন কেতাবে 'কাজীর গরু' রূপে স্থান করে নিয়েছে। ফলে তা শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কাউকেই রক্ষা করতে পারছে না। কোচিং বাণিজ্য শুধু ছাত্র ও অভিভাবকদের আর্থিকভাবেই 'গলাই কাটছে' না, শিক্ষার মানেরও অধঃপতন ঘটাচ্ছে। বৃহস্পতিবার যুগান্তরে নারায়ণগঞ্জের কোচিং বাণিজ্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ চিত্র শুধু নারায়ণগঞ্জের নয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহসহ সব বিভাগীয় ও জেলা শহরের।

এখন শিক্ষার্থীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে কোচিংয়ে যায়, কোচিং থেকে স্কুলে। স্কুল থেকে বাসায় এসে কোনো মতে পড়িমরি খেয়ে আবার ছোটে কোচিংয়ে। যেন অনেকটা রোবটের জীবনচক্রে আটকে গেছে তারা। তাদের জীবন থেকে খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা, আউটিং ইত্যাদি অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে গেছে। সবার লক্ষ্য একটাই— এ+, গোল্ডেন এ+ ইত্যাদি পাওয়া। সরকার আইন করেছে কোচিংয়ের বিরুদ্ধে। সরকার আইন করেছে নোটবইয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু এসব আইন বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার। আইন প্রয়োগকারীরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ফলে অবাধে নির্বিঘ্নে চলছে কোচিং বাণিজ্য।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে চাইলে তাকে অবশ্যই ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা গভর্নিং বডির অনুমতি নিতে হবে এবং ওই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই পাঠদান করাতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলাকালীন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে পারবেন না। বাস্তবে এ নীতিমালার ধার ধারছে না কেউই। উপরন্তু যোগ হয়েছে বাড়তি যন্ত্রণা— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই স্কুল ছুটির পর আয়োজন করছে কোচিং ক্লাসের, যা কি-না বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো চেপে বসছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কাঁধে। এসব প্রতিষ্ঠান আলাদা করে কোচিং ক্লাসের ফি নির্ধারণ করছে ইচ্ছামতো। কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সব মিলিয়ে বলা যায়, কোচিংয়ের নামে এক ধরনের নৈরাজ্য চলছে দেশে।

আমরা অবিলম্বে এ নৈরাজ্যের অবসান চাই। সরকার একে হেলাফেলার দৃষ্টিতে না দেখে বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই কাম্য।